R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট ও ডিজেল এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P.e.-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন নং-264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭। ১৯শে মে, ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুর পুরভোটে জেতার পথে কে কোথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী ৭২। প্রার্থীদের প্রচার এখন তুঙ্গে। আমরা বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে, গৃহবধূর সঙ্গে, যুবক যুবতীদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম তাতে সম্ভবতঃ বোর্ড বামেদের দখলেই থাকছে। কংগ্রেসের দাম্ভিকতা তৃণমূলের ঘাসফুলে অন্ততঃ তিনটি ওয়ার্ডে (১৬, ১৭ ও ৫) অক্সিজেন জুগিয়েছে। দলবদলের সমালোচনা কাটাতে পারলে প্রার্থীরা অবশ্যই বামেদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস দেখবে। জঙ্গিপুর পারে ১২ টার মধ্যে কংগ্রেস ৯, ১০, ১১ প্রচারে এগিয়ে। ৫ ও ৮ এ ভালো টক্কর দেবে তারা। বলা যায় না কি হবে। ৫ নং এ দু'জন শিক্ষক প্রার্থী প্রকাশ্যে ক্লাবগুলোকে টাকা বিলিয়ে যাচ্ছেন বলে জোর প্রচার। রঘুনাথগঞ্জে ১৪ ও ১৫ তে কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। ১৬ এবং ১৭ তে প্রচারে রুদ্র দম্পতি আপাততঃ দ্বিতীয় স্থানে। যথেষ্ট লড়াই করে বামেরা ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি দখল রাখার চেষ্টা করছে। ওখানে কংগ্রেসের সমূহ ক্ষতি করছে তৃণমূল। সমঝোতা হলে জোট প্রার্থীই জিততো। ১৩তে আপাততঃ বামপ্রার্থী ভালো জায়গায় আছে এবং 'কাজের মেয়ে' বলে একটা প্রচারও আছে। ১৯ ও ২০ তে তৃণমূল প্রার্থী দেওয়ায় বামেদেরই পোয়াবারো হয়েছে। ১৮তে বামপ্রার্থী কিছুদিন আগেও প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন। খুব কম সময়ে তিনি বেশ উন্নতি করেছেন। এই ধারা ধরে রাখতে পারলে এবং বামেরা আত্মতুষ্টিতে না ভুগলে হয়তো কংগ্রেসকে জেতা সিটটা হারাতে হবে। (শেষের পাতায়)

কংগ্রেস-তৃণমূল অন্যদিকে ফঃব্লক-আর.এস.পি. দ্বন্দ্ব চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে আর.এস.পি. – ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বন্দ্ব চরমে। একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রার্থী দিয়েছে। কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট ভেঙ্গে যাওয়ায় জেলার ৬টি পুর এলাকায় কংগ্রেসের মধ্যে দলীয় কোন্দল ও দলত্যাগ পুরো মাত্রায় চলছে। ধুলিয়ান পৌর এলাকাধীন সমস্ত কর্মী বাম বিরোধী হিসেবে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার শুরু করেছে। ৩নং ওয়ার্ডের বর্ত্তমান কংগ্রেসের কাউন্সিলর রেহেনা ইয়াসমিন শ'তিনেক কর্মী ও সমর্থক নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া সিপিএম নেতা আশিস সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কোন ওয়ার্ডেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। পুরসভা নির্ব্বাচনে এবার চর্তুমুখী লড়াই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পার হয়ে যাওয়ার পর এ ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও এই জেলায় প্রথম থেকেই বলে আসছিল পুরভোটে মূলত কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের লড়াই হবে। কিন্তু কংগ্রেসের সে দাবী খড়কুটোর মত উড়ে গিয়েছে। জেলার ছয় পুরসভার ১০৩টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসইউসিআই, জনবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলীমলীগ ও নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করেছে তৃণমূল। ধুলিয়ানে ১৯টি ওয়ার্ডে ১০৮টি মনোনয়ন পত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে ২৫টি নির্দল প্রার্থীর। জোট না হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৯টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিয়েছে। জমিদার নগরী ধুলিয়ান পুরসভার এক কথায় কংগ্রেস। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ সম্পাদকীয় :-

পত্রিকার ৯৭শ বর্ষ

জঙ্গিপুর মহকুমার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক জঙ্গিপুর সংবাদ ৯৭শ বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৯১৪ সালে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদা ঠাকুর নামে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত ছিলেন, তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। তিনি এই মহকুমার মানুষের কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলী, সামাজিক বিষয়াদি মহকুমার বাহিরের মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামান্য সঙ্গতি লইয়া পত্রিকা প্রকাশের কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম দিকে তাঁহাকেই কম্পোজিটর, মুদ্রক, সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি হকারের ভূমিকা পালন করিতে হইত। তাঁহার অশ্রান্ত লেখনী যাহাতে এই পত্রিকা তাঁহার শৈশবাবস্থা কাটাইয়া চলচ্ছক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিচালিত হইত।

সুদৃঢ় মনোবল, অটুট কর্মশক্তি ও নির্ভীক হৃদয় লইয়া দাদাঠাকুর মহকুমার প্রথম এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। যে কোন স্তরের – সরকারী বা বেসরকারী অন্যায় অবিচার তিনি মানিয়া লইতে পারিতেন না, এই পত্রিকার মাধ্যমে তাহার প্রতিবাদে তিনি মুখর হইতেন। আর তাঁহার ক্ষুরধার ও যুক্তিনিষ্ঠ লেখার জন্য বহু অন্যায়ের প্রতিকারও হইত। ইহার জন্য অবশ্য তাঁহার ও তাঁহার মানস সন্তান এই পত্রিকার উপর বহু বিরোধিতা করা হইত। কিন্তু তাহার নির্লোভ, সৎ ও নির্ভয় পরিচালনায় সেই সব প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রচারও এই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭

রাজধর্ম ও জোটধর্ম

শীলভদ্র সান্যাল

রাজধর্ম পালনের তাগিদে ইদানিং কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে জোটধর্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস বহুদিন আগেই দেশ শাসনের অধিকার হারিয়েছে। উনিশশ' চুরাশি সালে ইন্দিরা হত্যার পর প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে রাজীব গান্ধির অভিষেক এবং তার স্বল্পকাল পরে দেশজুড়ে যে - সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে রাজীব গান্ধি ইন্দিরা হত্যা জনিত সহানুভূতির হাওয়ায় প্রায় তিন চতুর্থাংশ আসন লাভ ক'রে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে সরকার গড়েছিলেন। তারপর আর কখনও কংগ্রেস কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তারই খামতির জেরে পরবর্তীকালে শুরু হয়েছিল কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন দলের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও ন্যুনতম সাধারণ কর্ম-সূচির ভিত্তিতে সেই সরকারকে টিকিয়ে রাখার সাধু প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা যে সবসময় সফল হয়েছে, এমন নয়। ভি পি সিংহের সরকার (৮৯-৯০) মাত্র এগারো মাস স্থায়ী হয়েছিল। বাজপেয়ীর সরকার দ্বিতীয় দফায় (১৯৯৯) স্থায়ী হয়েছিল তের মাস। তারও আগে, সেই উনিশশ' সাতাত্তর সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা সরকার দু'বছরের সামান্য কিছু বেশিদিন কেন্দ্রে টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছিল। এই সব সরকারই জোটধর্মের ফল। কিন্তু রাজধর্ম পালন করতে গিয়ে, বিশেষ কোনও উদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে তীব্র মতানৈক্য জোটধর্মের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল আরও একটি নির্বাচনের দায়ভার।

এ রাজ্যেও উনিশশ' উনসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট নাম দিয়ে প্রথম একটি অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। যদিও সেই সরকার বেশিদিন টেকেনি। তারপর, উনিশশ' সাতাত্তর সালে পাকাপাকিভাবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধ'রে সেই সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এর মধ্যে বৃহত্তম শরিক দল হিসেবে সিপিএম-এর সঙ্গে অন্যান্য শরিক দলের (আর.এস.পি. ফরোয়ার্ড ব্লক) মতাবিরোধ মাঝে মাঝে তীব্র আকার নিয়েছে বটে, কিন্তু কখনোই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যাতে জোটধর্ম ভীষণ রকম ধাক্কা খায় ও সরকারের বিপদ ডেকে আনে। অবশ্য সিপিএম এর একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই বিপদের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত, তবু জোটধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান বজায় রেখেই বৃহত্তম দল হিসেবে সিপিএম এত দীর্ঘদিন অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে নিয়েই রাজধর্ম পালন করার চেষ্টা ক'রে এসেছে। সে কাজে সে কতটা সফল, কতটা ব্যর্থ, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জনবিস্ফোরণ ও ভ্রান্ত সংরক্ষণ নীতির ফলেই ভারতীয় উন্নয়ন একপেশে

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে এত উৎপাদন, এত হাইট্রেক বেসড প্রযুক্তির প্রয়োগ, ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার হওয়া সত্ত্বেও অগ্রগতি সার্বজনীন নয় কেন ? শিল্পবিপ্লবের ফসল বিজ্ঞানভিত্তিক। সভ্যতার লাভ আজও ভারতভূমির প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছাতে পারেনি কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দেবেন তাঁরা রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনীতিবিদ। তাঁরা সব প্রশ্নেরই উত্তর দেন পাশ কাটিয়ে ও নীতি নির্ণয় করেন One eyed deer এর মতো। কারণ 'দল' বলে একটা কথা এদেশে মুখ্য। নিজ নিজ দলের ব্যানারের তলায় দাঁড়িয়ে এইসব নেতারা বলেন, "আমি দিয়েছি, আমি করেছি।" দেশ নয়, রাষ্ট্র নয় — মুষ্টিমেয় অর্থাৎ ৫৪২ জন ব্যক্তিই বড় এদেশে। এটি অবৈজ্ঞানিক ও অশিক্ষিত প্রকাশ ভঙ্গি, গণতান্ত্রিক নয়। তাঁরা প্রায়শঃ ভুলেই যান জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি মাত্র তাঁরা। ইকনোমিক্সের ভাষায় সমস্যা ও সমাধান 'মাইক্রো' ও 'ম্যাক্রো' পদ্ধতিতে উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ভারতবর্ষে আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ৩২.৮ লক্ষ হেক্টর বর্গকিমি.। এখানে উৎপাদনের পরিমাণ ১.২ শতাংশ পার এনাম বা প্রতি বর্ষ অথচ লোকসংখ্যা বা জন্মহার হচ্ছে ২.২ শতাংশ। তাহলে সত্যটা স্বাভাবিক হয়ে দেখা যাচ্ছে – লোক বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না বরং আবাদী জমি, গোচারণ ভূমি ও ব্যারেনল্যাণ্ড ঘিরে গজিয়ে উঠছে বসবাসের বাড়ী-ঘর। অথচ এযাবৎকাল সঞ্জয় গান্ধী ছাড়া কেউ কখনও জনবিস্ফোরণকে ভারতীয় অর্থনীতির ও উন্নয়নের বিকাশের পথে অন্তরায়রূপে দেখেননি। রাষ্ট্র নেতারা কোন কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন নি। কেন ? উত্তরটা সহজ – এরাই ভোট ব্যাঙ্ক। এদের মধ্যে আবার 'ব্লক ভোটার' বা নিশ্চিত ভোটার তৈরীর স্বার্থে সংরক্ষণ নামক ম্যাজিকের খেলা শুরু হয়েছিল ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই। সংবিধানে বলা হয়েছিল অনুন্নত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের মান উন্নয়নের কথা ভেবে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ, চাকরির সুযোগ বা অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এদের জন্য, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে তা একটা অদ্ভুত বাঁকা পথে ভোট ব্যাঙ্কমুখী হয়ে গেল। এটাই দুর্ভাগ্যজনক ও অভিশাপস্বরূপ। জাতিভিত্তিক রূপ নিল সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফলে গোষ্ঠীবদ্ধ ভোটের বাজারদরের লড়াই-এ এক, এক এলাকায় এক, এক জনজাতির প্রাধান্য চাপ সৃষ্টি করল রাজনীতিবিদদের ওপর। তা অদ্যাবধি বহাল আছে। সংবিধানের রূপকার ও রাষ্ট্রনায়কদের যদি প্রশ্ন করা হয় সংরক্ষণের আওতায় যদি আদিবাসীরা এসেই থাকে তাহলে উন্নয়ন না হয়ে 'জঙ্গলমহল'- এ অনাহার, অর্ধাহার ও বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। কারণ অনৈতিক দুর্বল শ্রেণীর ভিত্তিতে ও তার নিরিখে সংরক্ষণ হলে শুধুমাত্র আদিবাসী নয়, যে কোন জনজাতির দুর্বলতম গোষ্ঠীকে মূলস্রোতের সমতুল সুযোগ দেওয়া হতো এবং নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হত। তা হয়নি। ফলে সংরক্ষণনীতিটার রূপায়ণ হয়েছে ভ্রান্ত পথে। উদাহরণ দিই — একজন আদিবাসী সংরক্ষণের সুযোগের আওতায় এসে সুশিক্ষিত হয়ে উচ্চপদে দীর্ঘদিন চাকরী করার সুবিধা ভোগ করার পরও তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর ? মূল স্রোতের সমতুল নন কেন ? তাহলে তাঁর ছেলে বা মেয়ে কেন এরপরও সিডিউল কাস্ট বা ট্রাইভ হিসাবে সংরক্ষণের আওতায় আসবে ? এটি ভুল পদ্ধতি। কারণ এরফলে সে বা তারা ঐ গোষ্ঠীর বা জনজাতির আরো একজনের সুযোগ নষ্ট করছেন। কেবলমাত্র এরকম কিছু পরিবারই বংশানুক্রমিকভাবে বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন কেন ? সংরক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে লাগামহীনভাবে বিভিন্ন জনজাতির নাম তপশীলভুক্ত করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংরক্ষণের সব থেকে বড় কুফল হল মেধার বা Merit of order কে লঙ্ঘন করে। সেখানে শুধুমাত্র SC/ST দোহাই দিয়ে অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কম যোগ্যতার প্রার্থীকে উচ্চপদে বসানো হচ্ছে। এতে দেশের বিচার, আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও পরিচালন কাঠামোতে চরম অবক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন কাঠামোতেও মেকিত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ও দেশ সংস্কৃতি হারাচ্ছে। (চলবে)

অখাদ্য মিড-ডে-মিল দেয়ায় নিগৃহীত রাঁধুনিরা – রান্না ঘরে তালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ মে ফরাক্কা ব্লকের নিশিন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অখাদ্য মিড-ডে-মিল দেয়ার প্রতিবাদে অভিভাবকদের হাতে নিগৃহীত হন স্বয়ম্ভর মহিলারা। অভিভাবকেরা স্কুলের রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দেন। প্রকাশ, ২১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বরাদ্দ মাত্র তিন কেজি আলু, পটল, ডাল মাত্র দেড় কেজি, তেজপাড়া আর শুকনো লঙ্কার জন্য দৈনিক বরাদ্দ দু'টাকা। এ দিয়েই উদর পূর্তি করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। গত সপ্তাহে মিড-ডে-মিলের খিচুড়িতে মিলল বিড়ির পাতা। প্রতিবাদে নিগৃহীত হলেন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এই খিচুড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের পেট ভরে না। উপরন্তু তা' খেয়ে বহু ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সরকার থেকে মিড-ডে-মিলের জন্য যে পরিমাণ চাল, ডাল, মাছ-মাংস বা বিভিন্ন সবজি, মসলাপাতি, সরষের তেল দেয়া হয় তার বার আনাই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর রাঁধুনিরা আত্মসাৎ করে বলে খবর। স্কুলের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। বিষয়টি প্রতিকারের জন্য ফরাক্কার বিডিও সামশুর রহমানকে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে লিখিত জানানো হয়েছে।

জঙ্গীপুর পৌরসভার সম্মানীয় নাগরিকদের প্রতি আবেদন –

আসন্ন পৌর নির্বাচনে আমাদের অঙ্গীকার ঃ

সন্ত্রাস নয়, নৈরাজ্য নয়, কুৎসা নয়

চাই শান্তি – চাই উন্নয়ন

শুধুমাত্র উন্নত পরিকাঠামো বা উন্নত পরিষেবা নয় – চাই সামাজিক উন্নয়ন।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ক্রীড়ার আরো অগ্রগতি।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে জঙ্গীপুর পৌরসভার গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকাকে আরোও উন্নত করতে উন্নয়নের অগ্রদূত বর্তমান পৌরবোর্ডকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বত্র বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

এই চিহ্নে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বোতাম টিপে ভোট দিন –

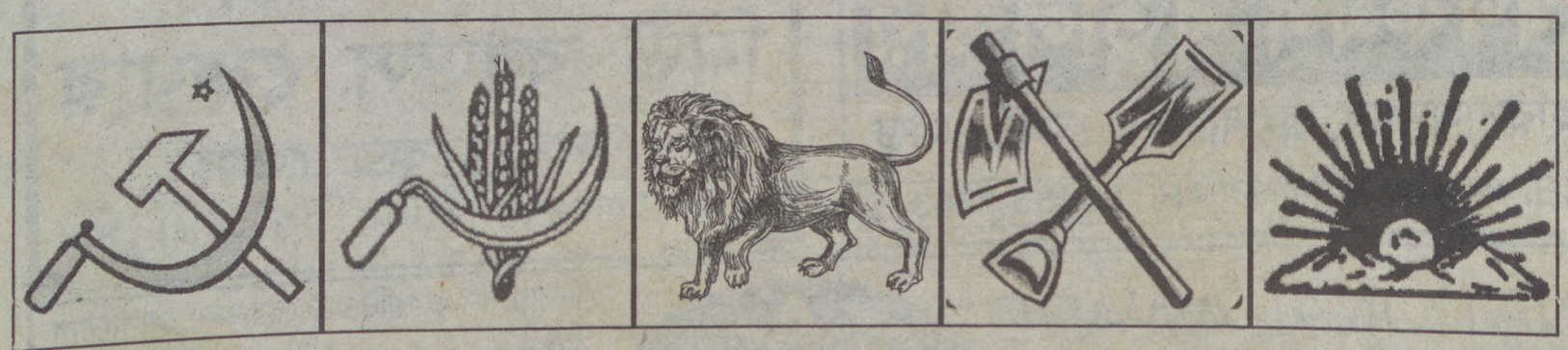

বামফ্রন্টের পক্ষে সি.পি.আই.(এম) এর জোনাল সম্পাদক দিব্যশঙ্কর শুকুল কর্তৃক প্রচারিত।

রাজধর্ম ও জোটধর্ম

(২য় পাতার পর)

মমতা ব্যানার্জী প্রথমে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে, বাজপেয়ী পরিচালিত এনডিএ সরকারে (২০০০) গিয়েছিলেন ও রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাও জোটধর্মের শর্ত মেনেই। পরে তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, বিজেপির সঙ্গ না ছাড়লে মুসলিম ভোট পাবেন না এবং সংখ্যালঘুরা মুখ ফিরিয়ে রইলে এ রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নও দূর অস্ত ; তাই তিনি সামান্য ছুতোয় মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন, তারপরে এনডিএ ও পরিশেষে বিজেপি। এদিকে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করায় নেতিবাচক রাজনীতির সূত্রে এ রাজ্যে মমতার প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা দুইই বাড়ল। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতার উৎস যে কৃষি, সেই কৃষি জমি রক্ষার শ্লোগান তুলে মমতা নিজেকে এ রাজ্যে একমাত্র বিরোধী নেত্রী এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে রাজ্যবাসীর কাছে অনেকটাই প্রতিষ্ঠা ও মান্যতা আদায় ক'রে নিতে সমর্থ হলেন। ভারতের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে কংগ্রেস অন্যান্য রাজ্যের মত এ-রাজ্যেও পিছিয়ে পড়তে লাগল। দু'একটি জেলায় সাফল্য পেলেও বিগত লোকসভা (২০০৪) ও বিধানসভা (২০০৬) নির্বাচনে দেখা গেল অনেক কেন্দ্রেই কংগ্রেস তৃতীয় স্থানাধিকারী। সুতরাং একদিকে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদ, অন্যদিকে মমতার উচ্চাকাঙ্খা পূরণের স্বপ্ন (মুখ্যমন্ত্রিত্ব) কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয়কেই কাছাকাছি আনল। মেলালো তাদের জোটধর্মের বন্ধনীতে। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে (২০০৯) দুই দল আসন রক্ষা ক'রে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং আশাতীত ফল পেল। বিগত বিধানসভা ভোট (২০০৬) এর পরিসংখ্যানে এটাও বিশেষভাবে দেখা গেল, বামবিরোধী ভোট এক জায়গায় জড়ো করলে অনেক কেন্দ্রেই বাম প্রার্থীরা হারেন। সুতরাং উভয়ের প্রয়োজনেই উভয়ের হাত ধরাধরি। এবং এতে কোনও বাধাও রইলনা, যেহেতু মমতা এতদিনে তাঁর গা থেকে বিজেপির গন্ধ মুছে ফেলেছেন আর পরমাণু চুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে সিপিএম-কংগ্রেসেও মুখ দেখাদেখি নেই। অতএব জোটধর্মে বাধা কোথায়। কিন্তু জোটধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা, সমন্বয়চিন্তা ও সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব একান্ত জরুরি, মমতার আচরণে ক্রমে ক্রমে তার অভাব প্রকট হ'য়ে উঠতে লাগলো। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, সরকার বিরোধী আন্দোলনে এ-রাজ্যে তিনিই শেষ কথা এবং আসন রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কথা শুনেই কংগ্রেসকে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, মমতার এই অতি খবরদারি ও অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মানসিকতা কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠল এবং তারই প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত শিলিগুড়ি পুরসভার ভোটে ; যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে ছেড়ে কংগ্রেস (সিপিএম-এর সমর্থনে) পুরবোর্ড গঠন করল। হয় তো বা তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মমতা এ-রাজ্যে একাশিটি পুরসভার ভোটে কোথাও কোনও জোট নেই, জানিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদে অধীর সূত্র মেনে কলকাতার পুরভোটে কংগ্রেসকে তিনি পঁচিশটির বেশি আসন দিতে চাইলেন না। নিজে অবশ্য কংগ্রেসকে দুষছেন, জোট ভাঙার দায় তাঁদেরই। সে-যাই হোক, জোট ভাঙায়, এখন সকলের প্রশ্ন, এর ফলে আসন্ন পুরভোটে বামপ্রার্থীদের জয়ের রাস্তা কি আরও মসৃণ হল ? আর এই পরিস্থিতি বজায় থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসীর রায় কোন্‌দিকে যাবে ? পরিবর্তনের হাওয়া, নাকি স্থিতিশীলতা ? জঙ্গিপুরের পুরভোটেই বা এর ঢেউ এসে পড়বে কতটা ? কে নেবেন রাজধর্ম পালনে আগামী দিনের অঙ্গীকার ? আগামী দিনই বলতে পারে সেটা।

জঙ্গিপুর পুরভোটে জেতার পথে কে

(১ম পাতার পর)

অধীরবাবুর ক্যারিসমা এখানে খাটলোনা বলে অনেকের ধারণা। নেতৃত্ব শূন্য এবং আন্দোলনহীন একটা দল এর থেকে বেশী আর কিছু বা পেতে পারে ! এবারও পথ সভা খুবই কম। নেতাদের আনাগোনাও তেমন নেই। গত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মন্ত্রী মুকুল রায় এখানে রবীন্দ্রভবনে এক কর্মী সভা করে গেছেন এই পর্যন্ত। অন্যদিকে সিপিএম নেতা ও বামফ্রন্টের অন্যতম বক্তা মৃগাঙ্ক ভট্টচার্য্য নির্বাচনী প্রচার থেকে ফেরার সময় অন্ধকারে ড্রেনে পড়ে গিয়ে বিশেষভাবে জখম হন।

কংগ্রেস-তৃণমূল অন্যদিকে ফ্রঃব্লক-

(১ম পাতার পর)

বামফ্রন্টের জমানায় পরিকল্পিত উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা কয়েক দশক ধরে উপেক্ষিত। আপামর জনগণের বক্তব্য বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস দল বাদ দিয়ে অন্য কোন দলক্ষমতায় এলে এবং তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দলে যথা ড্রেনেজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কর্মস্থান, পরিকাঠামোর উন্নয়ন। এছাড়া সরকারী নিয়মবিধি ছাড়া কোনও রকম পুরকর না বাড়িয়ে নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান।

পত্রিকার ৯৭শ বর্ষ

(১ম পাতার পর)

কারণে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলার সদর ও মফঃস্বলের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছে এই সাপ্তাহিক নিরবচ্ছিন্নতার সহিত বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয়, মন্তব্যাদি ও অন্যান্য তথ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছিল এবং এখনও সেই কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। কোন প্রকার প্রতিকুলতায় পত্রিকা তাহার নিজ আদর্শ বিচ্যুত হয় নাই। আমরা স্বর্গত দাদাঠাকুরের আদর্শ অনুযায়ী তাঁহার আশীর্বাণী লাভে সচেষ্ট আছি।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।